FORB Learning Platform

স্ক্রিপ্ট: ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা– পিতামাতা ও সন্তান

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৮ নং অনুচ্ছেদে পিতামাতা ও শিশুদের ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার সুনির্দিষ্ট অধিকারর কথা বলা হয়েছে। বাবা-মা ও আইনগত অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে পারিবারিক জীবন পরিচালনার অধিকার রয়েছে।

মানবাধিকার শুধু যে প্রাপ্তবয়স্কদেরই রয়েছে তা নয়! শিশুদেরও ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে – উদাহরণস্বরূপ, কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অংশ হওয়া এবং ধর্মীয় উৎসব বা উপাসনায় অংশগ্রহণ করার অধিকার।

বাবা-মা বা অভিভাবকের ইচ্ছা অনুযায়ী শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের অধিকার রয়েছে। অভিভাবকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিশুদেরকে ধর্মীয় আনুগত্যপ্রকাশমূলক কোনো অনুষ্ঠান বা কাজে অংশগ্রহণ করানো যাবেনা এবং শিশু যখন পরিণত হবে তখন তার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

এই অধিকারসমূহ লঙ্ঘনের প্রচুর উপদাহরণ রয়েছে। মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পরম্পরা অনুসারে এখনো সরকার সমাজের সবক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চায়। যেমন, তাজিকিস্তানে ১৮ বছরের কম বয়সীদের জন্য শেষকৃত্য ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মীয় উপাসনা বা উৎসবে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশে স্কুলগামী শিশুদের মসজিদে বা গীর্জায় যাওয়া বা গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পের মত কার্যক্রমে যোগদান করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে জেরা ও হয়রানির মুখোমুখি হতে হয়। সেই সাথে তাদেরকে স্কুলে প্রকাশ্যে অপদস্থ করা হয়।

সুতরাং কোনো কোনো রাষ্ট্র শিশুদের ধর্মচর্চায় বাধা দেয়। অন্যান্য অনেক রাষ্ট্র শিশুদেরকে সংখ্যাগুরু ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করার জন্য ধর্মীয় অনুশাসন ও নির্দেশ মানতে বাধ্য করে। শুধু তত্ত্বগতভাবেই নয়, বাস্তবেও স্বীকারোক্তিমূলক ধর্মীয় নির্দেশনা থেকে শিশুরা যাতে মুক্ত থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকলেও এই ঘটনাগুলো ঘটছে।

তুরস্কে বেশ কিছু পরিমার্জনের পরও ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং নৈতিক শিক্ষা কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তকে এখনো স্বীকারোক্তিমূলক ধর্মীয় নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইহুদী ও খ্রিষ্টান শিক্ষার্থীদেরকে তত্ত্বগতভাবে এই প্রক্রিয়া থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হলেও বাস্তবে তা ঘটছে কিনা সে দাবী করা কঠিন বা অসম্ভব। আলেভী, বাহাই, নিরীশ্বরবাদী বা অজ্ঞেয়বাদী পরিবারগুলোর শিশুরা বা যেসকল শিক্ষার্থীরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কোনো বিশ্বাস গ্রহণ করেছে তাদেরকে জোরপূর্বক ধর্মীয় পাঠে অংশগ্রহণ করতে হয়। এই সব উদাহরণগুলোতেই অভিভাবক ও সন্তান উভয়ের অধিকার লংঘন করা হচ্ছে।

শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি) গৃহীত হওয়ার আগে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করা হয়নি। শিশু অধিকার সনদে অধিকারভোগী হিসেবে শিশুদের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই সনদের ১৪ নং অনুচ্ছেদে শিশুদের ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

১৪ নংঅনুচ্ছেদ অনুসারে একাধারে স্বাধীন এবং অরক্ষিত হিসেবে, বিশেষত রাষ্ট্রীয় পরিসরে শিশুদের ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার অধিকারের চর্চার জন্য অভিভাবকের সহায়তা ও নির্দেশনার প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে।

এই সনদে বলা হয়েছে যে, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের নীতিই শিশুদের বিষয়ে সমস্ত কিছুর মূল চালিকাশক্তি। এছাড়া শিশুদেরকে যেসকল বিষয় প্রভাবিত করে তার প্রত্যেকটির ব্যাপারে তাদের মতামত প্রকাশের অধিকারের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তথাপি অনেক ক্ষেত্রেই বয়োজেষ্ঠ্যরা বিশেষ করে পিতা মাতা শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থের বিষয়টি নির্ধারণ করে থাকেন এবং শিশুদের পক্ষে কথা বলেন।

অবশ্য কখনো কখনো শিশু ও অভিভাবকের স্বার্থ ভিন্ন হতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে শিশুদের ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার অধিকারের সাথে অভিভাবকের অধিকারের ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন।

উদাহরণস্বরূপ, একজন শিশু কত বছর বয়সে তার ধর্মচর্চা বা বিশ্বাসের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে? যেমন, তারা গীর্জায় যেতে চায় কিনা?

শিশু অধিকার সনদ অনুসারে ধর্ম বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অভিভাবকের নির্দেশনা শিশুর পরিবর্তনশীল সক্ষমতার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রদান করতে হবে। অন্যভাবে বললে, শিশুরা বয়সে যত বড় ও পরিণত হবে, ততই তাদের আরও বেশি করে স্বাধীনতা থাকা উচিত।

আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সাবালকত্ব প্রাপ্তির বয়স ১৮ বছর, কিন্তু একটি শিশুর স্বাধীনতা এবং মানসিক পরিপক্কতা অর্জনের বিষয়টি সংস্কৃতি ও প্রেক্ষাপট বিশেষে ভিন্ন রকম হয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আইন নিয়ম কানুন রয়েছে। যেমন, সুইডেনে কোনো শিশুর বয়স ১২ বছর হলে, তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্য করা যায় না।

শিশু অধিকার সনদে শিশুদের প্রতিপালন বিষয়ে অভিভাবকদের জন্য সর্বজনীন দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে – ধর্ম বা বিশ্বাসের চর্চা শিশুর শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্য বা শিশুর বিকাশের কোনো ক্ষতির কারণ যেন না হয়।

অভিভাবকদের ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার অধিকারের বিপরীতে সন্তানের ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার অধিকার নিয়ে কোনো মামলা সহসা আদালতে ওঠেনা। তবে এ ধরনের একটি উদাহরণ হচ্ছে যিহোভা'স উইটনেস সম্প্রদায়ের শিশুদেরকে রক্ত গ্রহণে বাধা দেওয়ার অধিকার, যেক্ষেত্রে আদালত অভিভাবকের ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার অধিকারের বিপরীতে শিশুর জীবনের অধিকারের সপক্ষে রায় দিয়েছে।

সারবস্তু হচ্ছে, এই ভিডিওতে আমরা পিতামাতা ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কে জানলাম।

শিশুদের ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে এবং পিতামাতার অধিকার রয়েছে তাদের নিজ বিশ্বাস অনুসারে সন্তানদের প্রতিপালন করার। তবে এই অধিকারের প্রয়োগ শিশুর ক্রমবর্ধনশীল পরিপক্কতা অর্জনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত এবং ধর্ম বা বিশ্বাসের চর্চা কোনোভাবেই যাতে শিশুর শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্য বা বিকাশের ক্ষতি করতে না পারে। এই অধিকার লংঘনের কিছু উদাহরণের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র কর্তৃক শিশুদেরকে ধর্মচর্চায় বাধা দেওয়া এবং রাষ্ট্র কর্তৃক সংখ্যালঘু শিশুদের উপর সংখ্যাগুরু ধর্মের নির্দেশ চাপিয়ে দেওয়া।

এই ওয়েবসাইটের প্রশিক্ষণ উপকরণসমূহ থেকে পিতামাতা এবং শিশুদের ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার অধিকার এবং এ সম্পর্কিত মানবাধিকার দলিলসমূহ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন।

সর্বসত্ব সংরক্ষিত: এসএমসি ২০১৮